গাংনীতে অতিরিক্ত দামে রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অনৈতিক যোগসাজসে সার বিক্রিতে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগে তুলে জেলা প্রশাসক বরাবর তদন্তের আবেদন করেছেন বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাহারবাটি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মো: মনিরুল ইসলাম।

অভিযোগে সাহারবাটি, কাজিপুর, ধানখোলা, বামন্দীসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগের কথা বলা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, বর্তমানে মাঠের ফসল পাকা ও কর্তন অবস্থায় বিরাজমান। যার কারনে ডিলারদের গুদামে পূর্ব মূল্যের রাসায়নিক সার পর্যপ্ত পরিমাণ মজুদ রয়েছে। বিগত ১০ এপ্রিল থেকে সরকার সকল রাসায়নিক সারের মুল্য বৃদ্ধি করেছে। যার কারনে ১০ এপ্রিল মাসের মজুদকৃত পূর্ব মূল্যের সার আউশ ও পাট আবাদে এলাকার কৃষকদের পাওয়ার কথা। সূত্র মতে, ১০ এপ্রিল এর পূর্বের সার বামন্দী বাজারের মেসার্স গোল্ডেন এন্টারপ্রাইজের প্রোপাইটার জেনিস ফারজানা তানিয়ার গুদামে ইউরিয়া ৫ হাজার বস্তা, টিএসপি সাড়ে ৪ হাজার বস্তা, ডিএপি সাড়ে ৫ হাজার বস্তা, এমওপি ৩ হাজার ৬০০ বস্তা মজুদ ছিল।

গাংনীর গাঁড়াডোব বাজারের মেসার্স এনআর এন্টারপ্রাইজ প্রোপাইটার এনামুল হোসেনের গুদামে ইউরিয়া ৪ হাজার ৮০০ বস্তা, টিএসপি ৪ হাজার ৬০০ বস্তা, ডিএপি ৩ হাজার ২ শ বস্তা, এমওপি ৪ হাজার ৯০০ বস্তা, মজুদ ছিল, বামন্দী বাজারের মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাপ্রাইজ যার প্রোপাইটার নুরুল ইসলামের গুদামে ইউরিয়া ৬ হাজার ২০০ বস্তা, টিএসপি ৪ হাজার ৭০০ বস্তা, ডিএপি ৩ হাজার ২০০ বস্তা, এমওপি ৩ হাজার ৩০০ বস্তা, মজুদ ছিল। বামন্দী বাজারের মেসার্স জামান ট্রেডার্স যার প্রোপাইটার আল আমিন (দায়ীত্বপ্রাপ্ত)গুদামে ইউরিয়া ৮ হাজার বস্তা, টিএসপি ৭ হাজার ৪০০ বস্তা, ডিএপি ২ হাজার ৫০০ বস্তা, এমওপি ৫ হাজার বস্তা মজুদ ছিল।

অভিযোগে আরো বলা হয়েছে, সারের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে অসাধু কৃষি কর্মকর্তা মো: আব্দুর রউফ এসব সার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে

মোটা অংকের মাসোহারা নিয়ে সারের মজুদকম দেখিয়ে উল্লেখিত মজুদকৃত সার কৃষকদের মাঝে প্রতি কেজি ২৭ টাকা দরে বিক্রি করাচ্ছেন। কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত মূল্যে প্রতি কেজিতে ৫ টাকা বেশি দরে ১১ এপ্রিল ২০২৩ থেকেই বিক্রি করে আসছে। এই সার বিক্রির সময় রেজিস্ট্রারে কৃষকদের নামের তালিকা নাম মোবাইল গ্রাম সব সংরক্ষন করার কথা। কিন্তু সার বিক্রিতে কোনো রকম রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হয়নি। কৃষকরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রশিদ চাইলেও রশিদ দিচ্ছেনা। বরং কৃষকদের সাথে অসাদাচারণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দায়িত্বপ্র্প্তা ডিলারদের নিজ নিজ ইউনিয়নের গুদাম ঘর থেকে কৃষকদের মাঝে সার বিক্রির বিধান থাকলেও উপজেলা শহর ও বামন্দী থেকে তারা সার বিতরন করে থাকেন। এতে কৃষকরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। কিছু অসাধু কর্মকর্তার সহযোগীতার কারনে তারা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকেন।

এদিকে জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উপপরিচালক (ডিডি) কৃষি বিভাগকে তদন্ত করার জন্য চিঠি দেন। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর আবারো আবেদন করেন কৃষক লীগ নেতা মনিরুল ইসলাম। সঠিক তদন্ত না হওয়ার আশংকায় তিনি জেলা প্রশাসনের কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে তদন্তের অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আব্দুর রউফ বলেন, আমি গাংনীতে প্রায় দুই বছর চাকুরী করছি। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সেটা ভিত্তিহীন। তিনি সার ডিলারদের সরাসরি পক্ষ নিয়ে বলেন, এপ্রিল মাসের যে সার ডিলারদের কাছে মজুদ ছিল সেগুলো তারা নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রার খাতা মেইনটেন করেই বিক্রি করেছেন। সারের ডিলাররা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোতে না বিক্রি করে উপজেলা পর্যায়ে বা বামন্দীতে সার বিক্রি করেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ২০০৯ সালের আগে ছিল। আমাদের রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে সারের ডিলার রয়েছে। এখন তারা প্রতিটি ইউনিয়নে যেখানে সার বিক্রি করার কথা সেখানেই সার বিক্রি করেন। আবার উপজেলা পর্যায়ে বা বামন্দীর মত স্থানে তাদের একাধিক দোকান রয়েছে।

গাংনীতে লোডশেডিং ও দাবদাহে বিপাকে কৃষক

গাংনীতে ফসল উৎপাদন নিয়ে বেশ বিপাকে কৃষকেরা। একদিকে মাঠভর্তি আউশ মৌসুমের ধান, পাট সহ বিভিন্ন ফসল প্রচণ্ড দাবদাহের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আরেকদিকে লোডশেডিংয়ে ফসল রক্ষা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা। তীব্র লোডশেডিংয়ে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপগুলো বন্ধ থাকায় জমিতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। যা নিয়ে কৃষকদের হাতাশা ও দুর্ভোগের শেষ নেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি আউশ মৌসুমে উপজেলায় ৬ হাজার ৪’শ হেক্টর জমিতে ধান রোপণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে পাট ফসলের চাষাবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও মরিচ, বেগুন সহ বেশ কয়েকটি ফসল কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে।

তীব্র ভ্যাপসা গরম ও উপর বৃষ্টি না থাকা সহ বিদ্যুৎয়ের লোডশেডিংয়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি মাঠের ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গাংনী উপজেলার অধিকাংশ মাঠে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপ সেচ কাজে কৃষকদের একমাত্র ভরসা। পৌর এলাকায় ২৪ ঘন্টায় ১২-১৪ ঘন্টা লোডশেডিং হলেও গ্রামঞ্চলে লোডশেডিংয়ের মাত্রা অতিরিক্ত বেশি। ২৪ ঘন্টায় গ্রামঞ্চলে বিদ্যুৎ থাকছে ৫-৬ ঘন্টার মতো। তাও আবার ছিন্নভিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে গ্রাম এলাকায়।

উপজেলার কাজিপুর গ্রামের কৃষক মিকাইল হোসেন বলেন, ‘২ বিঘা ধান লাগিয়েছি ১৫ দিন হচ্ছে। এই কয়দিনে ধানের জমিতে সেচ দিয়েছি ৩দিন। আমিতো তাও ৩দিন পেয়েছি অনেক চাষি সেচ দিয়ে ধান লাগানোর পর আর সেচ পায়নি। কারেন্ট এই আসছে তো এই চলে যাচ্ছে এরকম অবস্থায় চলছে।’

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের কৃষক জিল্লুর রহমান বলেন, ‘রোদ গরমে জমিতে পাট সব শুকিয়ে যাচ্ছে। সেচ দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু যারা ধান লাগিয়েছে তাঁরাই এখনো সেচ পায়নি। আমরা কি করে এর মধ্যে পাটে পানি দেওয়ার জন্য ভীড় জামাবো! লোডশেডিং ঝামেলা না হলে কোন সমস্যায় ছিলো না।

বালিয়াঘাট গ্রামের কৃষক বাদল হোসেন বলেন, ‘কয়েক বিঘা জমিতে মরিচ লাগিয়ে এখন পানি দরকার কিন্তু বিদ্যুৎচ্চালিত মোটর অকেজো হয়ে যায় বিদ্যুৎ না থাকায়। আমার জমিতে সেচ দিতে পারলে গাছে দ্রুত মরিচ দাঁড়াত কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।’

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আরেক কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ধান, পাট, মরিচ, লাগানো ঘাস সহ সবকিছুর সেচ দরকার। এখন অধিকাংশ জমি মোটরের সেচের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু লোডশেডিং হওয়ায় কৃষকদের খুব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।’

গাংনী উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি মো: হারুন অর রশীদ বলেন, ‘লোডশেডিংয়ে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপ চালাতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে নলকূপ মালিকপক্ষকে। কৃষকদের অভিযোগের শেষ নেই। যেহেতু লোডশেডিং সারাদেশে একযোগে হচ্ছে সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য। তবে পৌর এলাকা আর গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে কতৃপক্ষ রীতিমতো ছলচাতুরী করছে; এটা উচিত না।’

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন বলেন, দাবদাহের সাথে লোডশেডিং দুটোর ফলে মাঠের অনেক ফসলের সেচ ও উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তবে আমরা আশা করি দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

সারাদেশে বিদ্যুৎ এর ভয়াবহ লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ খাতে সীমাহীন দূর্নীতির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান কর্মসূচী ও মেহেরপুর বিদ্যুৎ অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করা হয়েছে।
কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক

সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস প্রমুখ।

মেহেরপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে স্কুল ছাত্র নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে পুকুরে ডুবে আলিফ হোসেন
(১৬) নামে ১০ম শ্রেনীর এক ছাত্র মারা গেছে।

আলিফ হোসেন আমঝুপি গ্রামের মৃতু আলমগীর হোসেনের ছেলে ও আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ জুন) বেলা ১২ টার দিকে তার বন্ধুদের সাথে কোলা গ্রামের একটি পুকুরে ডুবে মারা যান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, আলিফ হোসেন তার অপর বন্ধুদের সাথে পুকুরে গোসল করতে যায়। অন্যান্য বন্ধুদের সাথে পুকুরের পানিতে খেলা করছিল। অসবাধনতা বসত সে গভীর পানিতে গিয়ে তলিয়ে যায়। পরে তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখ আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখকে আটক করেছে ডিবি ও মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার রাত ১০টার দিকে মুজিবনগর থানার এস আই আশিক মুজিবনগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। আটক বিজয় শেখ শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাদুল শেখের ছেলে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই আশিক অভিযান চালিয়ে একটি আইফোন ১৪ প্রো ম্যাক্স ব্র্যাণ্ডের মোবাইল সহ বিজয় শেখকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলায় তাকে আটক দেখানো হয়েছে।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম জানান, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলকে আটক করা হয়েছিলো গত বছরের ২৪ আগষ্ট। রয়েল পুলিশের কাছে বিজয় শেখসহ ১৫জনের নাম করে একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো। সেই স্বীকারোক্তী অনুযায়ী তদন্তে বিজয় শেখের সম্পৃক্ততার সত্যতা মেলে। বিষয়টি মুজিবনগর থানাকে জানালে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাকে আটকের পর আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। আমরা তার কাছে থেকে আইফোন ১৪ প্রো ম্যাক্স ব্র্যাণ্ডের একটি মোবাইল সিম সহ জব্দ করেছি। মোবাইলে অনলাইন জুয়ার প্রাথমিক তথ্য মিলেছে। বিকালে আদালতে তোলা হবে। আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা আদালতে রিমাণ্ডের আবেদন জানাবো।

এদিকে, অনলাইন জুয়ার সাথে সম্পৃক্ততা থাকা নিয়ে বিজয় শেখের নাম দীর্ঘদিন ধরে শোনাগেলেও সে ধরাছোয়ার বাইরে ছিলো। কয়েকবছরে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বিজয়। নিজগ্রামে পুকুর ভরাট করে চারতলা ভবন নির্মান করে এলাকায় তাক লাগিয়েছেন। অথচ বছর তিন আগেও তার বাবা শাহাজুল শেখ মারা যান। এরপর বাবার স্যানিটারি সামগ্রী নির্মাণের ব্যবসার মাধ্য সংসার চালিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে মেহেরপুর জেলার বিভিণ্ন এলাকায় দুই শতাধিক তরুণ যুবক এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত। তারা অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে নিজেরা কোটি পতি হয়েছে। আর অপরদিকে সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারণ তরুণ যুবকরা। পুলিশ গত কয়েক মাসে প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক করেছে।

… আরো বিস্তারিত পড়তে চোখ রাখুন আগামীকালের পত্রিকায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নিজেদেরকে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে দাবি করে। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় মেম্বার আব্দুস সাত্তারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন তারা কোনোভাবেই ছাত্রলীগের কর্মী নয় বরং একটি উশৃংখল শ্রেণীবিশেষ।।

প্রবাসী ফিরাতুলের বাড়িতে প্রবেশ করে এই হামলার নেতৃত্ব দেয় গোপীনাথপুর গ্রামের লিটন ঢিকি র ছেলে জাহিদ, লিজ্জূর ছেলে লিজন, শাজাহান ঢিকির ছেলে সাহাজুল ,ফরজ উদ্দিনের ছেলে সোহাগ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় তুহিন নামে একজন বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে বাড়িতে প্রবেশ করে তারা বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র সহ অন্যান্য উপকরণ ভাঙচুর করে। বাদী তুহিনকে লাঠি ও রড দ্বারা মারধর করে, তার মাকে মারধর করে এবং তার বোন দুই মাসের গর্ভবতী সন্ধাকেও লাথি মারে। এতে তারা মারাত্মকভাবে আহত হয়।

অন্যদিকে পাল্টাপাল্টি থানায় অভিযোগ করেছে বলে জানা গেছে অভিযুক্তরা।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদি রাসেল বলেন গোপিনাথপুরের মারামারির বিষয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সরকারের সকল উন্নয়ন মানুষের কাছে তুলে ধরুন – জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের বলেন,” সরকারের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম মানুষের কাছে তুলে ধরুন। সরকারের টানা মেয়াদে আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় কি পরিমান ভাতা দেওয়া হয়েছে, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট করা হয়েছে, আর্থিক ও খাদ্য সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে তথ্য প্রমণসহ জনগণের মাঝে তুলে ধরুন।

গতকাল বুধবার দুপুরে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

এর আয়োজন ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদ মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আপনারা জনপ্রতিনিধি আপনার এলাকায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। নিজ নিজ এলাকার আইন শৃংখলার উন্নয়নে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করুন।

তিনি বলেন, এলাকার সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষায় চেয়ারম্যানদের ভূমিকা রাখতে হবে। এসব কাজে প্রশাসন আপনাদের সাথে নিয়ে ও জনগণের পাশে থেকে সরকারের উন্নয়ন ও সুফল জনগণের কাছে পৌছে দিতে বদ্ধ পরিকর।”

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর আয়োজন ও উপজেলা প্রশাসন, গাংনী এর ব্যবস্থাপনায় তিন দিন ব্যাপি ইউনিয়ন পরিষদ মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

গাংনী উপজেলার ৯টি ইউপি চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য, সংরক্ষিত নারী সদস্য ও ইউপি সচিববৃন্দ তিনদিন ব্যাপি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোস্তফা (৩০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৭ই জুন) বিকেল ৪ টার দিকে করমদি গ্রামের বিলপাড়ায় এ

ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা ওই গ্রামের আজগর আলীর ছেলে। এসময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হয়েছে আরেক শ্রমিক করমদি বিলপাড়ার মৃত ছহিউদ্দিনের ছেলে আব্দুল হালিম (২৬)।

স্থানীয় ইউপি (তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন) সদস্য তৌহিদুল ইসলাম জানান, মোস্তফা বুধবার (৭ জুন) বিকেলের দিকে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে উলজার হোসেন এর বাড়ির টিনের বেড়া বাঁধাইয়ের কাজ করছিল। এ সময় অসাবধানতায় টিনে বিদ্যুতায়িত হয়ে মোস্তফা ও হালিম ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় করমদি গ্রামের সন্ধানী সংস্থা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নুর আলম খাঁ মোস্তফাকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সহযোগী আব্দুল হালিমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিদ্যুতায়িত হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু আন্ত: কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু আন্ত: কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ জুন) সকাল সাড়ে ৭ টার সময় জেলা স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ

আহমেদ।

উদ্বোধনী খেলায় মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজ দল কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়। প্রতিদ্বন্ধিতাপূর্ণ খেলা উপহার দেওয়ার জন্য বিজয়ী এবং রানার্সআপ উভয় দলের খেলোয়ারদের অভিনন্দন জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

আগামী ৯ জুন শুক্রবার বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, চলমান তাপদাহ বিবেচনায় রেখে প্রতিটি খেলা সকালে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। মাঠে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা ছাড়াও জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে এম্বুলেন্সসহ মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।